আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা

তারিখ : ৩১ জুলাই ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শোকের মাস আগস্ট : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাসব্যাপী কর্মসূচি

শোকের মাস আগস্ট মাস। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধূর একটি শোকের দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানবতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকচক্রের হাতে বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক, বিশ্বের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা, বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের আরাধ্য পুরুষ, বাঙালির নিরন্তন প্রেরণার চিরন্তন উৎস, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

সেদিন ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এই হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী মহিয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, জাতির জনকের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেনান্ট শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেল, নবপরিণীতা পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও জাতির জনকের ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুল নঈম খান রিন্টু, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ ও কর্তব্যরত অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিহত হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সকল অনুভূতি, ত্যাগ, সংগ্রাম, বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব, অদম্য স্পৃহা, দৃঢ় প্রত্যয়, বাঙালি জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা, মমত্ববোধ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও আর্শের দ্বারা সমগ্র বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করে স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত আত্মত্যাগে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে '৪৮-এর ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্মলাভ, '৪৮-এর মার্চে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে আন্দোলন, '৪৯-এর ২৩ জুন আওয়ামী লীগের জন্ম, '৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬-দফা, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১১-দফা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনে 'আওয়ামী লীগ'-এর নিরঙ্কুশ বিজয়সহ ইতিহাস সৃষ্টিকারী নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিশপথে ঐক্যবদ্ধ হয় বাঙালি জাতি। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্বে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক। তিনি বাংলার মাটি ও মানুষের পরম আত্মীয়, শত বছরের ঘোর নিশীথিনীর তিমির বিদারী অরুণ, ইতিহাসের বিস্ময়কর নেতৃত্বের কালজয়ী স্রষ্টা, বাংলার ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙালি জাতির পিতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। উন্নত সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন সারথী।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট নরপিচাশ রূপি খুনিরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে ঘৃণ্য ইনডেমনিটি আইন জারি করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালি জাতি বিচারহীনতার কলঙ্কের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। জাতির পিতার সুযোগ্যকন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিয়মতান্ত্রিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১০ সালে ঘাতকদের ফাঁসির রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবেই। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সকল ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরঞ্জীব– তার চেতনা অবিনশ্বর। বাঙালি জাতির অস্থিমজ্জায় মিশে আছেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিবাদর্শে শানিত বাংলার আকাশ-বাতাস জল-সমতল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির প্রবাহমান থাকবে।

জাতির পিতা চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বিশ্বসভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১

সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করবে। সেই স্বপ্নময় ভবিষ্যতের বিনির্মাণের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করবে জাতীয় শোক দিবস।

শোকাবহ আগস্টে সমগ্র জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী, ভ্রাতৃপ্রতিম ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভাবগম্ভীর আর বেদনাবিধূঁর পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন করবে।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাঙালি জাতির সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ পালন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	তারিখ, বার ও সময়	স্থান	কর্মসূচি	সংগঠনের নাম	অতিথির নাম
০১	১ আগস্ট বুধবার অপরাহ্ণ ৩টা	বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণ	রক্তদান কর্মসূচি।	বাংলাদেশ কৃষক লীগ	আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি
০২.	২ আগস্ট বৃহস্পতিবার				
০৩.	৩ আগস্ট শুক্রবার				
০৪.	৪ আগস্ট শনিবার বিকাল ৩টা	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তন	আলোচনা সভা	বাংলাদেশ তাঁতী লীগ	প্রধান অতিথি ওবায়দুল কাদের এমপি সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
০৫.	৫ আগস্ট রবিবার সকাল ৮টায়	ধানমন্ডি আবহানী ক্লাব প্রাঙ্গন	শহীদ শেখ কামালের জন্মদিন: শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগসহ সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনসমূহ।	
	সকাল ৯টা	বনানী কবরস্থান			
০৬.	৬ আগস্ট সোমবার				
০৭.	৭ আগস্ট মঙ্গলবার				
০৮.	৮ আগস্ট বুধবার সকাল ৮-৩০ মি.	বনানী কবরস্থান	বঙ্গমাতা শহীদ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মদিন: শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, কোরানখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগসহ সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনসমূহ	
	৮ আগস্ট বুধবার	সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তন	১৫ আগষ্ট উপলক্ষে আলোচনা সভা।	বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ	
০৯.	৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটশন	আলোচনা সভা	বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ	সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি'র সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অতিথি নির্ধারণ করা হবে।
১০.	১০ আগস্ট শুক্রবার		চেয়ারম্যান বিদেশে অবস্থায়ন করায় ২দিন পর জানাবেন।	বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ	
১১.	১১ আগস্ট শনিবার			বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ	
১২.	১২ আগস্ট রবিবার	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তন	আলোচনা সভা	স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিব)	সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি'র সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অতিথি নির্ধারণ করা হবে।

১৩.	১৩ আগস্ট সোমবার দুপুর ৩টা	২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়	আলোচনা সভা	জাতীয় শ্রমিক লীগ	ওবায়দুল কাদের এমপি সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৪.	১৪ আগস্ট মঙ্গলবার				

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি

১৫ আগস্ট ২০১৮ বুধবার

সূর্য উদয় ক্ষণে – বঙ্গবন্ধু ভবন এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সংগঠনের সকল স্তরের কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন।

সকাল ৬টা ৩০ মি. – জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। (মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার কারণে সময়সূচি সমন্বয় করে নিতে হবে)। এছাড়াও ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন এবং নগরীর প্রতিটি শাখা থেকে শোক মিছিলসহ বঙ্গবন্ধু ভবনে শ্রদ্ধা নিবেদন।

সকাল ৭টা ৩০মি. – বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, মাজার জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, মোনাজাত ও মিলাদ মাহফিল। (সরকারি কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করতে হবে)

সকাল ১০টা – টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, ফাতেহা পাঠ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।
– টুঙ্গীপাড়ার কর্মসূচিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ।
– টুঙ্গীপাড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে আয়োজিত সকল কর্মসূচিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।

বাদ জোহর – দেশের সকল মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল।
– সুবিধামতো সময়ে মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা, উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা।

দুপুর – অস্বচ্ছল, এতিম ও দুঃস্থ মানুষদের মাঝে খাদ্য বিতরণ।

বাদ আছর – বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।

১৫	১৫ আগস্ট বুধবার		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ।		
১৬	১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪টা	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগসহ সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনসমূহ।	
১৭.	১৭ আগস্ট শুক্রবার	২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়	সিরিজ বোমা হামলা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা	ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ	ওবায়দুল কাদের এমপি সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮.	১৮ আগস্ট শনিবার বিকাল ৪টা	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তন	আলোচনা সভা	বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ	ওবায়দুল কাদের এমপি সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৯.	১৯ আগস্ট রবিবার বিকাল ৪টা	সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন	আলোচনা সভা	বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ	ওবায়দুল কাদের এমপি সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২০.	২০ আগস্ট সোমবার				
২১.	২১ আগস্ট মঙ্গলবার সকাল ১০টা	২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়	২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগসহ সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনসমূহ	

২২.	২২ আগস্ট বুধবার				
২৩.	২৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার				
২৪.	২৪ আগস্ট শুক্রবার		নারী নেত্রী বেগম আইভী রহমানের স্মরণে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২৫.	২৫ আগস্ট শনিবার				
২৬.	২৬ আগস্ট রবিবার দুপুর সাড়ে ৩টা	কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন মিলনায়তন	২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২৭.	২৭ আগস্ট সোমবার				
২৮.	২৮ আগস্ট মঙ্গলবার				
২৯.	২৯ আগস্ট বুধবার বিকাল ৪টা	২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কেন্দ্রীয় কার্যালয়	মানব বন্ধন : জতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পলাতক খুনিদের ফিরিয়ে এনে বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।	মহিলা শ্রমিক লীগ	ওবায়দুল কাদের এমপি সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০.	৩০ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	আলোচনা সভা	ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ	জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১.	৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার	সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন	আলোচনা সভা	বাংলাদেশ ছাত্রলীগ	জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

উপরোক্ত কর্মসূচির যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হবে।

<u>সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি'র আহ্বান</u>

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে দেশবাসীকে সাথে নিয়ে পালন করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সহযোগী, ভ্রাতৃপ্রতিম, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সংস্থাসমূহের সকল স্তরের নেতা-কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। একইসাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল জেলা, মহানগর, উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন, ওয়ার্ডসহ সমস্ত শাখার নেতৃবৃন্দকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করে দিবসটি স্মরণ ও পালন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন।

বার্তা প্রেরক

(ড. আবদুস সোবহান গোলাপ)
দপ্তর সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ